

বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

যদি দু'টো ব্যঞ্জনধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে এবং উচ্চরকদ্বয়ের সজোরে পেশী সঞ্চালনের ফলে উচ্চারিত হয় তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। যেমন 'প্ল'-উচ্চারণে এর উচ্চরকদ্বয়ের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। 'প্ল' ধ্বনি সংগঠনে দেখা যায়, 'প'-এর জন্যে দু'টোটি এবং 'ল'-এর জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হচ্ছে। এ কারণে 'প্ল' সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি। প্লাবণ, আপুত ইত্যাদি শব্দে 'প্ল'-এর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নাও হতে পারে, যদি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসজাত উচ্চারণ না হয়। এ জন্যে যুক্তবর্ণের সাহায্যে লিখিত হলেও যদি ঐসব ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে এবং উচ্চরকদ্বয়ের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে তা সংযুক্ত ধ্বনির পর্যায়ভুক্ত হবে না। যেমন 'জ' (ভক্ত), এখানে সংযুক্তভাবে 'জ' বা স্বতন্ত্রভাবে 'ক্' এভাবে যে কোনো পদ্ধতিতেই লেখা হোক না কেন, এর উচ্চারণে উচ্চরকদ্বয়ের একবারে প্রয়াস নয় বরং দুবারের স্বতন্ত্র প্রয়াস লক্ষ করা যায় বলে তা সংযুক্ত ধ্বনির পর্যায়ে পড়বে না।

তাহলে আমরা মুহম্মদ আবদুল হাই এর সঙ্গে একমত হয়ে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, “বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তাহলেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

মুহম্মদ আবদুল হাই আরও বলেন, ‘ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার আর একটা বড় প্রমাণ হলো বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো। তার কারণ স্বর Letter তথা অক্ষরের সংযুক্ততার দিক থেকে বাংলায় আড়াইশ'র মতো যুক্তাক্ষর রয়েছে, কিন্তু যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বা Consonant cluster রয়েছে মাত্র ছত্রিশটি।’ শব্দের শুরুতে এ ছত্রিশটি ধ্বনির সংযুক্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে। শব্দের শেষে কেবল কয়েকটি বিদেশি শব্দে (ব্যাঙ্ক, কার্ড, দোস্ত) এই সংযুক্ত লক্ষণীয়। শব্দের মাঝে এই সংযুক্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে; তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংযুক্ততা হারাবার ফলে নিছক সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলা যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ছত্রিশটা থেকে শব্দের মাঝখানে ব্যবহারের ফলে যারা সংযুক্ততা হারিয়ে ফেলে তাদেরকে (ক্, খ্, ষ্, জ্, ঝ্, ঞ্, স্প, ও স্ফ এই আটটিকে) বাদ দিয়ে মোট আটাশটিকে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে গণ্য করা হবে। নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে:-

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
স+ক = স্প	স্কুল	আস্কারা
স+খ = স্থ	স্থলন	পদস্থলন
স+ট = ষ্ট	ষ্টার	বেষ্টিত

এই উদাহরণে দেখা যায় এটা সংযুক্ত ধ্বনি নয়।

অন্যত্র

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
ক+র = ক্	ক্রান্তি (ক+র+আ+ন+ত+ই)	আক্রান্ত
খ+র = খ্	খ্রিষ্টাব্দ	
ঘ+র = ঘ্	ঘ্রাণ	আঘ্রাণ

এই উদাহরণে দেখা যায় এটা সংযুক্ত ধ্বনি।

এরূপ:

সংযুক্ত ধ্বনি স্বরূপ	শব্দ শুরুতে	শব্দের মধ্যে
----------------------	-------------	--------------

ক্র (ক্)	ক্রান্তি কৃত	আক্রান্ত প্রকৃত উপকৃত
খ্র (খ্)	খ্রিষ্টাব্দ খ্রিষ্ট	
গ্র (গ্)	গ্রহ গ্রহীত	বিগ্রহ অনুগ্রহীত
ঘ্র (ঘ্)	ঘ্রাণ ঘৃত	আঘ্রাণ
ছ্র (ছ্)		কৃচ্ছ্র উচ্ছ্রঞ্জল
জ্র (জ্)	জন্মণ (হাই তোলা)	বজ্র
ট্র (ট্)	ট্রাম ট্রেন	
ড্র (ড্)	ড্রাম ড্রিল	
ত্র (ত্)	ত্রাণ তৃণ	পুত্র বিতৃষ্ণা
থ্র (থ্)	থ্রো	
দ্র (দ্)	দ্রব্য দৃশ্ত	ভদ্র আদৃত
ধ্র (ধ্)	ধ্রুব ধৃত	বিধৃত
ন্র	নৃত্য	অনৃত (মিথ্যা)
প্র (প্)	প্রায় প্ৰক্ত	অপ্রাণ সম্প্রক্ত
ফ্র (ফ্)	ফ্রেম ফ্রি	
ব্র (ব্)	ব্রাহ্ম বৃত	অব্রাহ্মণ আবৃত আবৃত্তি
ভ্র (ভ্)	ভ্রান্ত ভৃত্য	অভ্রান্ত পরভূৎ
ম্র (ম্)	ম্রিয়মান মৃত	অমৃত
শ্র (শ্)	শ্রাবণ শৃগাল	বিশ্রী শ্রষ্টা
ক্ল	ক্লান্ত	অক্লান্ত
গ্ল	গ্লানি	
প্ল	প্লাবন	আপ্লুত
ফ্ল	ফ্লাট	
ব্ল	ব্লাউজ	
ম্ল	ম্লান	অম্লান

শ্র	শ্রেষ	আশ্রেষ
-----	-------	--------

উপরের উদাহরণ থেকে যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তা এই যে, হয় দন্তমূলীয় ঘর্ষণজাত মূলধ্বনি ‘শ’ তথা তার সহ ধ্বনি ‘স’ ও ‘ষ’ কিংবা তরলধ্বনি দুটি তথা পার্শ্বজাত ‘ল’ ও কম্পনজাত ‘র’ ‘ই’ বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের মূল উপাদান। স্বতন্ত্র পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হলেও এ তিনটি মূলধ্বনি ছাড়া বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের অন্য কোনো উপায় নেই। ‘ল’ এবং ‘র’ সংযুক্ত ধ্বনির উপাদান রূপে ব্যবহৃত হলে তারা স্পৃষ্ট ধ্বনি, ঘর্ষণজাত ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনির পরে আসে। (তুলনীয় ‘ক্ল’, ‘শ্ল’, ‘ল্ল’, ‘ক্র’, (ক্), ‘শ্র’ (শ্র, স্), ‘স্র’, (ম্), ‘নৃ’ ইত্যাদি।) কিন্তু ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি যদি দুটো এবং ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি যদি এর উপাদান হয় তাহলে তা স্পৃষ্টধ্বনি, তরলধ্বনি এবং নাসিক্য ধ্বনির পূর্বে বসে। [তুলনীয় ‘ক্ক’, ‘স্ব্ব’, ‘স্প’, ‘শ্র’, (স্), ‘শ্ল’, ‘ল্ল’।]

সংযুক্তধ্বনির ন্যূনতম একক :

আমাদের বর্ণমালায় ভাষাকে ধরে রাখবার প্রয়াসে অনেক সময় দেখা যায় দুইয়ের অধিক তিন বা চারটি বর্ণ সহযোগে যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে, প্রথম লিপিটির ধ্বনি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তা হলেও তা স্বতন্ত্রভাবে আগেই উচ্চারিত হয়ে যায় এবং তার পরের ধ্বনি দুটো মিলিতভাবে সংযুক্ততা রক্ষা করে। নিঃস্রবণ, বক্তৃতা ইত্যাদি শব্দের ষ্+ক্+র (ক্র) এবং ক্+ত্+র্ (ক্ত) ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে তা ধরা পড়ে। এভাবে দেখা যায়; তিন বর্ণ সম্বলিত সান্ত্বনা (ন্ত্ব) অমর্ত্য (র্ত্য) যুক্তাক্ষরগুলোর বেলায় ও ধ্বনিগুলোর সংযুক্ততা মোটেও রক্ষিত নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সংযুক্তাক্ষর; যতোগুলো বর্ণের সম্মিলনই ঘটুক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তাতে দুটো ধ্বনিই রক্ষিত হয় এবং তারা একটার পর একটা উচ্চারিত হয় স্বাভাব্য বজায় রেখে।

সংযুক্তধ্বনি গঠনের মূল উপাদান :

সংযুক্তধ্বনি গঠনের মূল উপাদান তিনটি মূলধ্বনি ল, র এবং শ (এর সহধ্বনি স এবং ষ)। স্বতন্ত্র পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছুটা হেরফের হতে পারে, তবু মূলধ্বনি হিসেবে খুঁজতে গেলে এই তিনটিকেই পাওয়া যাবে। দন্তমূলীয় উষ্ম ধ্বনি শ, তরল বা পার্শ্বিক ধ্বনি ‘ল’ এবং কম্পন জাত ‘র’-বাংলা ভাষার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সংগঠনের মূল উপাদান। ‘ল’ এবং র সংযুক্ত ধ্বনির উপাদান হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন দেখা যায়, স্পর্শ, ঘৃষ্ট বা নাসিক্যধ্বনির পরে এদের ব্যবহার হয়। যেমন, ‘ক্ল’ (ক্লাস, ক্লাব), শ্ল (শ্লথ, শ্লীল), ল্ল (ল্লান), ক্র ক্রমশঃ শ্র (শ্রবণ) নৃ (নৃত্য) ইত্যাদি।